পিসির আকস্মিক বিপর্যয় মোকাবেলার প্রস্তুতি

তাসনীম মাহমুদ

পিসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো হার্ডডিস্ক, যেখানে স্টোর করে থাকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ডাটা এবং প্রোগ্রাম। প্রকৌশলগত যেকোনো জটিল বিষয়ের মতো হার্ডডিস্কও ফেল করতে পারে। এর ফলে 'Operating System not found' অথবা 'will not load windows' ধরনের এরর মেসেজের মুখোমুখি হননি কখনও, বোধ করি এমন ব্যবহারকারী খুব একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না তা সবাই স্বীকার করবেন। এমন অবস্থায় যদি কখনও পড়েন, তাহলে আপনাকে উইন্ডোজকে রি-ইনস্টল করার বিরক্তিকর কাজ করতে হয়, এমনকি ডকুমেন্ট ও ফটোগুলোর ব্যাকআপ কপি থাকা সত্ত্বেও। তা ছাড়া পুরনো হার্ডড্রাইভের পরিবর্তে নতুন হার্ডড্রাইভ ব্যবহার করতে চাইলে উইন্ডোজ ইনস্টলেশনসহ প্রোগ্রামগুলো ইনস্টলেশন করে সেটআপ করতে হবে আপনার চাহিদা অনুযায়ী। এসব ঝামেলা এড়াতে যেকেউ ব্যবহার করতে পারেন রেসকিউ কিট। যেকেউ সাধারণ টুল ব্যবহার করে তৈরি করতে পারবেন উইন্ডোজ রেসকিউ কিট, যাতে নিশ্চিত থাকা যায় যে পিসির সম্পূর্ণ কনটেন্ট, সব ধরনের ফাইলসহ প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও সেটিং নিরাপদে আছে এবং হার্ডড্রাইভে রিস্টোর করা যায় কোনো বাড়তি খরচ বহন না করেই।

হার্ডডিস্ক রেসকিউ করা

বর্তমানে আমরা সবাই কমপিউটারের ওপর এত ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি যে, হঠাৎ কোনো বিপর্যয় ঘটলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কেননা কমপিউটারে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বিপর্যয় ঘটলে হারিয়ে যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, ফটো, ডকুমেন্ট, মিউজিকসহ মূল্যবান তথ্য, যার কোনো কোনোটি সামান্য অর্থ খরচের বিনিময়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়। আবার কিছু কিছু ডাটা হারানোর জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

তাই বেশিরভাগ সচেতন ব্যবহারকারী গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের ব্যাকআপ নিয়ে থাকেন নিয়মিতভাবে এবং এটিই হওয়া উচিত পিসি রেসকিউ কিটের মূল অংশ। তবে কোনো বিপর্যয় ঘটার পর এই ফাইলগুলো ব্যবহার করতে চাইলে প্রথমেই পিসিকে যথাযথভাবে রান করানোর ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এ লেখায় ব্যবহারকারীর উদ্দেশে উপস্থাপন করা হয়েছে কিভাবে পরিপূর্ণ রেসকিউ কিট তৈরি করা যায় এবং সেভ করা যায় গুরুত্বপূর্ণ ডাটাগুলো। এ জন্য প্রথমে আপনাকে একটি ডিস্ক ইমেজ তৈরি করতে হবে। এটি হলো এমন এক ফাইল, যা হার্ডডিস্কের কনটেন্ট পুনর্নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিস্ক ইমেজের প্রতিটি ইমেজই হলো পিসির কনটেন্টের তাৎক্ষণিক স্ন্যাপশট। এতে থাকে অপারেটিং সিস্টেম, ইনস্টল প্রোগ্রাম, ফাইল এবং উইন্ডোজের সেটিংসহ সবকিছুই। যদি কমপিউটার বা হার্ডডিস্ক নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কমপিউটারের এই ইমেজ থেকে সবকিছুই আবার ফিরে পেতে পারেন। যদি আপনার পিসির হার্ডডিস্ক প্রতিস্থাপন করতে হয়, তাহলে এটি একটি আদর্শ উপায় হবে। যদি পুরনো পিসি থেকে নতুন পিসিতে মুভ করেন, তাহলেও এই পদ্ধতিটি হবে বেশ সহায়ক। এই লেখায় ব্যবহারকারীর সুবিধার্থে ধরা হয়েছে সোর্স পিসিতে সিঙ্গেল ইন্টারনাল হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে এক বা একাধিক পার্টিশন রয়েছে এবং টার্গেট পিসিতেও একই সাইজের সিঙ্গেল হার্ডডিস্ক থাকতে হবে। উল্লিখিত সব প্রোগ্রাম মাল্টিপল হার্ডডিস্ক নিয়ে কাজ করতে পারে, তবে এ প্রসেসটি হবে অধিকতর কনফিউজিং।

প্রস্তুতি নেয়া

স্বাভাবিক ফাইলের মতো একটি ডিস্ক ইমেজকে যেকোনো জায়গায় স্টোর করা যায়। তবে প্রতিটি ইমেজের যোগ্যতা ব্যাপক বিস্তৃতি। এটি ধারণ করতে পারে আপনার বর্তমান হার্ডডিস্কের সবকিছুই। ডিস্ক ইমেজ স্টোর করার জন্য এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক আদর্শ, তবে ইচ্ছে করলে খালি ডিভিডি ব্যবহার করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সফটওয়্যার খণ্ডিত খণ্ডিত হবে, যাতে মিডিয়াতে যথাযথভাবে ফিট হয়।

ডিস্ক ইমেজ ব্যবহার করা যেতে পারে কমপিউটার রিস্টার্ট করার জন্য এবং ডিস্ক ইমেজ থেকে এতে ফাইল কপি করার জন্য। এটি তৈরি করার জন্য আপনার দরকার একটি খালি সিডি এবং একটি সুবিধাজনক সিডি বার্নার। যদি সিডি বার্নার না থাকে তাহলে উইন্ডোজ ভিস্তার ক্ষেত্রে ইনস্টলেশন ডিস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে। লক্ষণীয়, ডিস্ক ইমেজ তৈরি করতে প্রচুর সময় লাগে।

ক্ষতিগ্রস্ত ডিস্ককে চিহ্নিত করতে খুব দক্ষ ব্যবহারকারী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে এ ক্ষেত্রে ডিস্ক ইমেজ বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে নিরাপদ ডাটা স্টোরেজ ক্ষেত্র হিসেবে। তবে ভালো হয় ডিস্ক ইমেজকে অন্য কোনো নিরাপদ জায়গায় রাখা।

ফাইনাল চেক

ডিস্ক ইমেজ তৈরি করার আগে চেক করে দেখা উচিত সোর্স এবং টার্গেট হার্ডডিস্ক ত্রুটিমুক্ত অর্থাৎ এরর ফ্রি কি না। এ জন্য Start-এ ক্লিক করে Computer (My Computer) ক্লিক করুন। এরপর যে হার্ডডিস্ক চেক করতে হবে তাতে ডান ক্লিক করতে হবে। এবার Tool বেছে নিয়ে Check Now বাটনে ক্লিক করতে হবে। ওপরের বক্সটি যেনো টিক করা থাকে তা নিশ্চিত করে Start-এ ক্লিক করুন। এটি যদি এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক হয়, তাহলে একটি এরর বক্স দেখা যেতে পারে। এমনটি যদি ঘটে তাহলে Schedule Check-এ ক্লিক করে পিসি রিস্টার্ট করুন, যাতে উইন্ডোজ লোড হওয়ার আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিস্ক চেক চালু হয়।

লক্ষণীয়, ডিস্ক ইমেজ কিভাবে ব্যবহার করবেন সে ব্যাপারে মাইক্রোসফটের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ডিস্ক ইমেজকে যথেষ্ট বড় ডিস্ক স্পেসযুক্ত যেকোনো কমপিউটারে রিস্টোর করা যায়। অবশ্য এটি নির্ভর করছে আপনি কী ধরনের উইন্ডোজ লাইসেন্স ব্যবহার করছেন, তার ওপর।

উদ্ধার কাজে উইন্ডোজ

ওপরে উল্লিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করার পর ব্যবহারকারীকে তৈরি করতে হবে রেসকিউ কিট। উইন্ডোজ ৭ ও ভিস্তার কোনো কোনো ভার্সনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে চমৎকার কার্যকর বিল্ট-ইন ডিস্ক ইমেজিং সফটওয়্যার। ভিস্তায় ইমেজিং টুলকে বলা হয় 'কমপ্লিট পিসি ব্যাকআপ অ্যান্ড রিস্টোর' এবং উইন্ডোজ ৭-এ ইমেজিং টুলকে 'ক্রিয়েট এ সিস্টেম ইমেজ' টুল বলা হয়।

ধরুন, আপনি ভিস্তা ব্যবহারকারী এবং আপনার কাছে উইন্ডোজ ভিস্তার ডিভিডি নেই, তাহলে উইন্ডোজের বিল্ট-ইন টুল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কেননা রিকোভারের কাজের সময় এই ডিভিডি দরকার হবে। তাই ব্যবহার করা উচিত ফ্রি সফটওয়্যার। এ জন্য Start→Control Panel-এ ক্লিক করে 'System and Security' হেডিংয়ের অন্তর্গত 'Backup your Computer' লিঙ্কে খোঁজ করে দেখুন উইন্ডোজ ৭-এর ক্ষেত্রে অথবা ভিস্তার ক্ষেত্রে 'System and Maintenance'-এ খোঁজ করে দেখুন। এবার ভিস্তায় Backup Computer বাটনে ক্লিক করুন। আর উইন্ডোজ ৭-এ 'Create a System Image'-এ ক্লিক করতে হবে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথাযথ বাটনে বা লিঙ্কে ক্লিক করলে একটি উইজার্ড চালু হয়, যেখানে জিজ্ঞাসা করা হয় ইমেজ কোথায় স্টোর হবে এবং কোন হার্ডডিস্ক এবং পার্টিশনকে সম্পৃক্ত করা হবে। রিকোয়ারমেন্ট সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ▸

হলো সেসব ড্রাইভকে অবশ্যই এনটিএফএস ফরমেটের হতে হয়।

উইন্ডোজ ৭ আল্টিমেট এবং প্রফেশনাল ভার্সনের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে বার্ন করাতে হয় একটি সিস্টেম রিপেয়ার ডিস্ক। ডিস্ক বার্নারে খালি সিডি ঢুকিয়ে 'Create a system repair disc' লিঙ্কে ক্লিক করুন, যা 'Create a System Image'-এর অন্তর্গত একটি লিঙ্ক। এবার ডিস্ক বার্নার সিলেক্ট করে Create disc-এ ক্লিক করতে হবে। এ কাজটি শেষ হতে কয়েক মিনিট সময় নেবে। কাজ শেষে লেবেল করে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

উইন্ডোজের বিকল্প

যদি আপনার উইন্ডোজ ভার্সন ইমেজ টুলকে সাপোর্ট না করে কিংবা আপনি যদি উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহারকারী হন, তাহলে ব্যবহার করতে পারেন বিকল্প ফ্রি টুল, যা 'Macrium Reflect Free Edition' হিসেবে পরিচিত। এই টুল উইন্ডোজ এক্সপিসহ উইন্ডোজের পরবর্তী সব ভার্সন সাপোর্ট করে। 'ম্যাকরিয়াম রিফ্লেক্ট ফ্রি এডিশন' টুল দিয়ে রেসকিউ সিডি তৈরি করতে পারবেন।

রিফ্লেক্ট সফটওয়্যারটি www.snipca.com/x1419 সাইট থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করুন। এরপর উইজার্ড চালু করার জন্য Backup Tasks আইকনে ক্লিক করুন। এরপর Next-এ ক্লিক করে কাঙ্ক্ষিত হার্ডডিস্কে ক্লিক করুন। পরবর্তী স্ক্রিনে কোথায় ইমেজ স্টোর হবে তা বেছে নিতে হবে। এরপর Next-এ ক্লিক করে Finish-এ ক্লিক করতে হবে প্রসেসকে শুরু করার জন্য।

রেসকিউ সিডি তৈরি করার জন্য Other Task-এ ক্লিক করে Create Rescure CD-তে ক্লিক করুন। এবার ডিস্ক বার্নারে একটি খালি ডিস্ক ঢুকিয়ে পরবর্তী স্ক্রিনে কাঙ্ক্ষিত অপশন (Linux) বেছে নিন এবং Next-এ ক্লিক করুন। কাজ শেষে Finish-এ ক্লিক করুন। এর ফলে ইমেজ ও ডিস্ক নিরাপদে স্টোর হবে।

সবকিছু ফিরিয়ে আনা

আশা করি, হয়তো কখনও আপনাকে ডিস্ক ইমেজ টুল এবং রেসকিউ সিডি ব্যবহার করতে হবে না। তবে কোনো কারণে যদি হার্ডডিস্ক ফেল করে, তাহলে কমপিউটারকে আবার কর্মক্ষম করার জন্য কিভাবে এই কিট ব্যবহার করতে হবে তা জানা থাকা দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে ডিস্ক প্রতিস্থাপন করতে হবে ভালো ডিস্ক দিয়ে।

ধরুন, আপনি একটি এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক ব্যবহার করছেন, যেখানে রয়েছে ডিস্ক ইমেজ। এই হার্ডডিস্ককে আপনার কমপিউটারের সাথে যুক্ত করুন। এবার কমপ্লিট পিসি ব্যাকআপ টুল ব্যবহার করে তৈরি করা ইমেজ থেকে উইন্ডোজ ভিস্তাকে রিস্টোর করা যাবে। এরপর কমপিউটারকে স্টার্ট করতে হবে উইন্ডোজ ভিস্তা ডিভিডি দিয়ে।

যদি উইন্ডোজ ৭ টুল ব্যবহার করে ডিস্ক ইমেজ তৈরি করে থাকেন, তাহলে পিসি স্টার্ট করুন সিডি থেকে। এ ক্ষেত্রে রিস্টোর প্রসেসের নাম ভিন্ন হলেও রিস্টোরিং প্রসেস উইন্ডোজ ভিস্তা এবং উইন্ডোজ ৭ প্রায় একই রকম।

অপটিক্যাল ডিস্ক থেকে পিসি স্টার্ট করার পর ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেফারেন্স বেছে নিতে হবে। এরপর Next-এ ক্লিক করে 'Repair your computer'-এ ক্লিক করতে হবে। এরপর পরবর্তী উইন্ডোতে দেখা যাবে বিদ্যমান যেকোনো উইন্ডোজ ইনস্টলেশন। এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ভার্সন সিলেক্ট করুন রিপেয়ার করার জন্য এবং Next-এ ক্লিক করুন অথবা নতুন হার্ডডিস্কে ইনস্টলেশনের জন্য Next-এ ক্লিক করুন। এরপর বেছে নিতে হবে 'Windows Complete PC Restore' বা 'সিস্টেম ইমেজ রিকোভারি' উইন্ডোজ ৭-এর জন্য। এর ফলে প্রোগ্রাম স্ক্যান করবে ডিস্ক ইমেজ ফাইলের জন্য।

ইমেজ ফাইল খুঁজে পাওয়া গেলে তা সিলেক্ট করে Next-এ ক্লিক করে আবার Next-এ ক্লিক করতে হবে। যদি ইমেজ ধারণ করে মাল্টিপল ডিস্ক পার্টিশন, তাহলে 'Format and repartion disks' লেবেল করা বক্স টিক করা থাকতে হবে। যদি একটিমাত্র সিঙ্গেল পার্টিশন থাকে তাহলে এই অপশন ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। এরপর Next-এ ক্লিক করে Finish-এ ক্লিক করুন বিস্তারিত তথ্য নিশ্চিত করে।

এরপর যখন চূড়ান্ত সতর্কীকরণ বার্তা আবির্ভূত হবে তখন 'I Confirm...' বক্সে টিক করে Ok-তে ক্লিক করতে হবে রিস্টোর প্রসেস শুরু করার জন্য। এই প্রসেস কিছু সময় নিতে পারে এবং রিস্টোর প্রসেস সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পিসিকে অফ করা যাবে না। এই কাজ শেষ হলে কমপিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টার্ট হবে এবং আপনি সিডি/ডিভিডি ইজেক্ট করতে পারবেন। এর ফলে উইন্ডোজ পুরোপুরি রিস্টোর হবে। যদি এতে ইনস্টল করতে হয় প্রয়োজনীয় নতুন ড্রাইভার, তাহলে প্রথমে এটি ধীরে ধীরে কাজ শুরু করে।

রিফ্লেক্ট এবং রিস্টোর

ম্যাকরিয়াম রিফ্লেক্ট টুল ব্যবহার করে পিসি রিস্টোরিংয়ের কাজটি একই ধরনের হলেও কিছুটা জটিল। এ লেখায় রিস্টোরিং প্রসেসের পর্যায়ক্রমিক ধাপ তুলে ধরা হয়েছে। রিস্টোর প্রসেসের জন্য সবচেয়ে ঝামেলাপূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম হলো এক্সপি। কেননা নতুন পিসিতে রি-ইনস্টল করার সময় মাঝেমধ্যে সিস্টেম ক্র্যাশ করে। এই সমস্যা খুব সহজেই ফিক্স করা যায় রিপেয়ার ইনস্টলেশন কার্যকর করার মাধ্যমে। এই টুল ফ্রি পাওয়া যাবে www.snipca.com/x1426 সাইট থেকে। এই সমস্যা আর হবে না, যদি খারাপ হার্ডডিস্ক প্রতিস্থাপন করা হয়। এতে রিপেয়ার করা পিসিতে ইনস্টল করা কোনো প্রোগ্রাম ড্যামেজ করবে না।

ডিস্ক তৈরি করা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। ডিস্ক ইমেজ তৈরি করা থাকলে বিপদের সময় বেশ সহায়ক হতে পারে, বিশেষ করে যদি কোনো কারণে আপনার হার্ডডিস্ক নষ্ট হয়ে যায়। এই ডিস্ক ইমেজ বাঁচাতে পারবে আপনার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, বাঁচাতে পারবে প্রচুর সময়। এটি আপনার ডকুমেন্টের নিয়মিত ব্যাকআপের বিকল্প হতে পারে না। তবে ডকুমেন্ট ব্যাকআপ এবং ডিস্ক ইমেজ একত্রে ফিরিয়ে আনতে পারে আপনার পিসির প্রকৃত অবস্থায় তেমন কালক্ষেপণ না করেই। মনে রাখা দরকার, ডিস্ক ইমেজ শুধু সেই সব প্রোগ্রাম রিকোভার করতে পারে যেগুলো পিসিতে ইনস্টল করা হয়েছে। তাই সবার জন্য পরামর্শ হলো–কয়েক মাস পরপর নতুন এডিশনসহ প্রত্যেক রেসকিউ কিটকে রিফ্রেশ করা।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com